বণিক বার্তা

Date: 20.11.2017 Page: 02

ডিএই-ব্রি আয়োজিত কর্মশালা

বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ব্রি উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি বছরের মার্চের শেষ দিকে বন্যায় হাওড়াঞ্চলে বোরোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আগামী বোরো মৌসুমে ধানের জীবনকাল, বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরে বিরাজমান তাপমাত্রা ও পাহাড়ি ঢলের বন্যার সম্ভাব্য সময় বিবেচনায় রেখে উপযুক্ত সময়ে চাষাবাদ এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

গতকাল বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় এসব পরামর্শ দেন তারা। কর্মশালাটি যৌথভাবে আয়োজন করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ও ব্রি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। এতে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেন, কৃষি উৎপাদনে 'প্রডাকশন' নয় 'প্রডাক্টিভিটি' বাড়াতে হবে। এজন্য বীজতলা তৈরি থেকে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত সঠিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। ফসলের জাত নির্বাচন, বীজ শোধন, বীজ বপন, বীজতলার যত্ন, চারা রোপণ, সার ব্যবহার, রোগ দমন, পোকা দমনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোয় সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে। এ সময় তারা এক ফসলি জমিতে কৃষকদের নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার কমিয়ে আনার পরামর্শ দেন।

কর্মশালায় 'নির্বিঘ্নে বোরো আবাদে চ্যালেঞ্জ: ধানের জাত ও কৃষি তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। আরেকটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির পরিচালক (প্রশাসন) ড. আনছার আলী। এসব প্রবন্ধে নির্বিঘ্নে ফসল ঘরে তুলতে পরামর্শ, বন্যার আগে হাওড়াঞ্চল ও সারা দেশে উপজেলাভিত্তিক কোথায় কোন জাতের ধান, কীভাবে চাষাবাদ করতে হবে, সেসব বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়।

কর্মশালায় আরো বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. এসএম নাজমুল ইসলাম, ডিএইর মহাপরিচালক আবদুল আজিজ, কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান নাসিরুজ্জামান, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ভাগ্য রানী বণিক প্রমুখ।